

আপনার PC টির যত্ন নিন



একদম ব্যবহারকারীর অন্যতম কম্পিউটার ব্যবহারের নিয়মকি নিয়মকি হলেন তবে ব্যবহার করা উচিত। রক্ত এ কার্যকরিতা ও দীর্ঘ জীবিত করে তার সঠিক ব্যবহার ও যত্ন উপায়।

ক

কম্পিউটার হচ্ছে ইলেক্ট্রনিক অর্থাৎ বিজ্ঞানের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি। কম্পিউটার তার যান্ত্রিক সুবিধার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় জীবনের প্রায় সবসময় জটিল কার্যের সহজ ও সুন্দর সমাধান খুব স্বল্প সময় দিয়ে থাকে। যেহেতু কম্পিউটার একটা যন্ত্র এবং সর্বাধুনিক ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রাংশই এর কার্যক্রমের প্রধান নিয়ন্ত্রক, তাই এর কাজ থেকে সঠিক ও সুন্দর কাজ, সেই সাথে এটির দীর্ঘায়ু পেতে হলে আপনার শরীরের মত এহেও নিয়মিত যত্ন নেয়া প্রয়োজন। বাজারে বিভিন্ন আকৃতির ও স্তরের কম্পিউটার রয়েছে। তন্মধ্যে মাইক্রো কম্পিউটার বা পিসি (Desk Top PC) হচ্ছে সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় সর্বস্তরের ব্যবহৃত কম্পিউটার। আপনি যদি এরূপ একটা পিসি'র ব্যবহারকারী হন তাহলে এটির যত্ন নিতে কি কি ব্যবস্থানি গ্রহণ করবেন তা নিয়ে আলোচনাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আলোচনার সুবিধার্থে প্রথমে সমস্যা সৃষ্টিকারী কারণ ও পরবর্তীতে তার প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করা হ'ল।

সমস্যা সমস্যা ও কারণ সমূহ :

সমস্যা সৃষ্টিকারী কারণগুলোকে তাদের বৈশিষ্ট্য অনুসারে ৩টি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে —

১। পারিপার্শ্বিক কারণ

২। ব্যবহারকারীর অসাবধানতা বা ভুল ব্যবহার জনিত কারণ

৩। অন্যান্য কারণ

১। পারিপার্শ্বিক কারণ :

পারিপার্শ্বিক কারণগুলো আমাদের চারপাশে বিরাজমান। এগুলো আমাদের গোচরে বা অগোচরে সক্রিয়ভাবে কম্পিউটারকে নিম্নত ক্ষতি করে থাকে। এগুলোকে আবার কয়েকটা ভাগে ভাগ করা যেতে পারে —

(ক) তাপমাত্রা : কম্পিউটারের ক্ষতি করার ক্ষেত্রে তাপমাত্রা একটি উল্লেখযোগ্য কারণ। কম্পিউটার যখন কার্যরত থাকে তখন এর যন্ত্রাংশগুলোর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে তা ক্রমাগত উত্তপ্ত হতে থাকে। অনেক সময় ধরে ব্যবহার চলতে থাকলে এক পর্যায়ে এ তাপ

অনেক বেড়ে যায়, যা কম্পিউটারের বিভিন্ন সংবেদনশীল (sensitive) যন্ত্রাংশকে অকেজো করে দিতে পারে এবং অনেক মূল্যবান যন্ত্রাংশ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এরূপ ঘটনায় এমনকি পুরো কম্পিউটারটি অকেজা হয়ে যেতে পারে। এ সময় যখন অনেক অর্ধনিও ঘটায় তেমনই চলমান কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজকেও নষ্ট করে দেয়। এছাড়া কম্পিউটারে ব্যবহৃত ড্রুপি ডিস্ক-এর সাধারণ সরঞ্জামের ক্ষেত্রে তাপমাত্রার একটা সীমা মেনে চলতে হয় যা প্রতিটি ড্রুপি ডিস্কের কভারের গায়ে লিখা থাকে ($30^{\circ} - 62^{\circ}$ সে। বা $80^{\circ} - 122^{\circ}$ ফা)।

(খ) আর্দ্রতা : বায়ু আর্দ্রতা বেশী হলে বায়ুর জলীয় বাষ্প বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রাংশ, চুম্বকীয় ডিস্ক ইত্যাদির ওপর জমে, যা ধাতব যন্ত্রাংশে মরিচা ধরায়। এছাড়া বায়ুর ধূলিকণা এর সাথে মিলে যন্ত্রাংশের ওপরে একটা আন্তরক সৃষ্টি করে। এ আন্তরক বিভিন্ন বস্তীতে বিদ্যুৎ চলচলে বাধার সৃষ্টি করে বা বিপদগামী করতে পারে। জলীয় বাষ্পের উপস্থিতি পরিবেশকে স্যাঁতসেতে করে দেয় যা ডিস্কসহ বিভিন্ন যন্ত্রাংশে fungus বা ছত্রাক জন্ম দিয়ে এদের কার্যকরিতা কমিয়ে দেয়।

(গ) ধরিতা : বায়ুতে জলীয় বাষ্পের অধিক্য কম্পিউটারের বিভিন্ন ধাতব যন্ত্রাংশে মরিচা ধরায়। এ মরিচা ঐ যন্ত্রাংশটির কার্যকরিতা কমিয়ে দিতে পারে, বিদ্যুৎ প্রবাহকে বিপদগামী করতে পারে, এমনকি শর্ট সার্কিট (short circuit) করে কম্পিউটারকে অকেজো করে দিতে পারে।

(ঘ) অতিসূক্ষ্ম আনুভীক্ষনিক ধূলিকণা : ধূলিকণা কম্পিউটারের জন্যে সবচাইতে ক্ষতিকর উপাদান। এ ধূলিকণা কী-বোর্ডের মধ্যে জমে “কী” গুলো জাম করে দেয় ফলে কী-বোর্ড ঠিকমত কাজ করেনা। এ ছাড়া এর অভ্যন্তরীণ ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রাংশেরও ক্ষতি করে। সব চাইতে বেশী ক্ষতি করে ড্রুপি ডিস্ক। ধূলিকণা জমে থাকা অবস্থায় কোন ডিস্ক কম্পিউটারকে নিয়ে পরীক্ষা হলে তা ডিস্ক ড্রাইভের হেড সম্পর্কে এসে ঘূর্ণিঘূর্ণায় ডিস্কের সাথে এর ঘর্ষণ লগ্নে ফলে ডিস্কের ট্র্যাক কেটে দেয়। এতে করে ঐ

ট্র্যাক বা ট্র্যাক সমূহে সরোক্ষিত তথ্য ভেদে নষ্ট হয়ে উপরত্ব তথ্যভেদে জন্যে ঐ ট্র্যাক গুলো অকেজা হয়ে যায়। শুধু ডিস্কই নয় কখনও কখনও এই ধূলিকণা ড্রাইভ হেডকেও নষ্ট করে দিতে পারে।

(ঙ) কার্বন কণা : কম্পিউটার কক্ষের আশপাশে বা একাধারে কোন কল-কারখানা বা যোয়ার উৎস থাকলে তা থেকে আগত কার্বন কণা কম্পিউটারের কী-বোর্ড এবং অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে। কার্বন নিজেই কোন বস্তীতে বিদ্যুৎ পরিবাহক হিসেবে কাজ করতে পারে। ফলে স্বভাবতই কম্পিউটারের কী-বোর্ড এবং অভ্যন্তরীণ ইলেক্ট্রনিক বস্তীতে সূক্ষ্ম IC বা chip -এর সাধারণ বিদ্যুৎ বা ইলেক্ট্রিক চলচলে বাধাত সৃষ্টি করতে পারে। সর্বেশ্বরিক শর্ট সার্কিট সৃষ্টি করে কোন IC বা chip কেটে যাওয়ার কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে।

২। ব্যবহারের অসাবধানতা বা ভুল ব্যবহার :

কম্পিউটার আসলে নিজে থেকে কখনও কোন কাজ করে দেয় না। আমাদের কোন কাজ কম্পিউটারকে দিয়ে করতে হলে কাছটি কি দিয়ে কেমন করে করতে হবে তার পুরোটাই কম্পিউটারকে বলে দিতে হয়। কম্পিউটারের কাছ থেকে এরূপ কোন কাজ দ্রুত, সুন্দর ও সঠিক ভাবে পেতে হলে কম্পিউটারের ব্যবহারকারী বা পরিচালনাকারী নিজের নির্দেশ বা ব্যবহারের ধরনের ওপরই তা নির্ভর করে। এই ব্যবহারের ক্ষেত্রে অসাবধানতা বা ভুল ব্যবহার শুধু তথ্য প্রকৃষ্টিকরণে ভুল ফলই দিবে না কখনও তা কম্পিউটার যন্ত্রাংশকেও ক্ষতিগ্রস্ত বা নষ্ট করে দিতে পারে। এরূপ কাজ গুলোর মধ্যে রয়েছে —

- হার্ড ডিস্ক মুক্ত কম্পিউটারের সিপিইউ-তে কোন প্রকার কান্দুই লাগা যা হার্ড ডিস্ককে ক্ষতি করতে পারে এবং ডিস্কের রক্ষিত তথ্যকেও স্বাভাবিক ভাবেই নষ্ট করে দিতে পারে।
- ড্রুপি ডিস্ক ড্রাইভে ডিস্ক প্রবেশ করানোর সময় তা সঠিক ভাবে প্রবেশ না করিয়ে উল্টো ভাবে প্রবেশ করানো বা কোথাও আঁকো গেলে ছোঁর করে প্রবেশ করানোর চেষ্টা শুধু ডিস্ককেই ক্ষতি করে না ড্রাইভ হেডকেও ক্ষতি করতে পারে।
- সি পি ইউ, মনিটর ও প্রিন্টারসহ যাবতীয় যন্ত্রের বিদ্যুৎ ও পারস্পরিক সমযোগ্যকারী প্লাগ সঠিক ভাবে যথাযথনে সমযোগ্য করা না হলে তা থেকে যন্ত্রাংশে ক্ষতির সৃষ্টি হতে পারে।

কমপিউটারে ব্যবহৃত যন্ত্রাংশ বা উপাদান যেমন- হার্ডিস, ডিস্ক ইত্যাদি যত্র তাফেলে রাখলে তাতে ধুলো বালি যুক্ত হতে পারে, যা ঐ হার্ডিস বা ডিস্ক সহ কমপিউটারের ড্রাইভ হেডকেও ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

কমপিউটারের কী-বোর্ড বা কমপিউটারের আশ পার্শ্বে কোথাও ধূমপান করা যা থেকে নিগারেরেটের রুগ্মাংশ এসে পড়তে পারে, চা পান করা বা চা সমেত কাপ রাখা যা অস্বাভাবিকভাবে কী-বোর্ড বা কমপিউটারের ওপর ঢেলে পড়তে পারে ইত্যাদি কমপিউটারের জন্য ক্ষতিকর। খুব ছোরে শব্দ করে কী-বোর্ডের কী আঘাত করা খুবই শ্রুতিকটু এবং তা কী-বোর্ডের কী গুলোর নীচের কার্বন পত্র বা স্প্রিং বা বর্তনীর ক্ষতি করতে পারে।

কখনও কোন কারণে কমপিউটারের সুইচ বন্ধ করে সঙ্গে সঙ্গেই তা আবার চালিয়ে দেয়া, এতে করে বিদ্যুৎ প্রবাহের হঠাৎ উত্থান - পতন (fluctuation) মনিটরের পিকচার টিউব নষ্ট করে দিতে পারে বা কোন মূল্যবান আইসি কেটে দিতে পারে।

১। অন্যান্য কারণঃ

উপরেউল্লিখিত কারণগুলো ছাড়াও আরও কিছু অপর্যাপ্ত কারণ রয়েছে যা কমপিউটারকে বা তে সুরক্ষিত তথ্যের ক্ষতি করতে পারে। হেদের মধ্যে রয়েছে -

কমপিউটারে কোন ড্রাইভস ব্যাটারী ব্যবহার করা থাকলে একটা সমস্যাতে তা বিশেষ হয়ে যায় (যা কমপিউটারের যন্ত্রির তাড়িত ও সময় শ্রুণ করে দেয়) সে অবস্থায় এটি যথা সময়ে প্রতিস্থাপন না করলে এক সময় তা গলে গিয়ে ব্যাটারী সংযোগ ব্যবস্থাকে বিকল করে দিতে পারে।

বিদ্যুৎ প্রবাহের পরিমাণে উত্থান-পতন, বিশেষ করে ভোল্টেজ বেড়ে গেলে তা কমপিউটারের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে ইদানিং কালে কিছু কিছু উন্নত মানের অথচ হঠকায় কমপিউটার প্রোগ্রামার এমন কিছু প্রোগ্রাম লিখে সুকৌশলে মানুষের অজান্তে বিভিন্ন ডিস্কে কপি করে দিচ্ছে যা কমপিউটারের মেমোরী তে বসে থাকে মেমোরীসহ কমপিউটারকে সাময়িক ভাবে অচল করে দিতে পারে, সেই সাথে ডিস্কে রক্ষিত তথ্যকে মানুষের অজান্তে ক্ষতি করে বা মুছে দিতে পারে। এ জাতীয় প্রোগ্রাম 'কমপিউটার ভাইরাস' নামে পরিচিত। এগুলো যদিও ইচ্ছাকৃত ভাবে কোন ব্যবহারকারী বয়ে আনেন না, তত্ত্বও তাইরাস

আক্রান্ত কোন কমপিউটার দুরা কোন ডিস্কে ফাইল কপি করে আনলে তখন ঐ কমপিউটারের মেমোরী থেকে ঐ ভাইরাসটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে লক্ষ্য (target) ডিস্কে কপি হয়ে যায়। এভাবে সেই ডিস্কে থেকে কমপিউটারের মাধ্যমে অন্য ডিস্কে ছড়িয়ে পড়ে ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

সমন্যায় থেকে উত্তরণ ও প্রতিকার :

পিসি-র যাবতীয় সমস্যা থেকে উত্তরণ ও প্রতিকার পাবার সজ্ঞায়া উপায়সমূহ ৩টি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—

১। স্বাভাবিক রক্ষণাবেক্ষণ

২। প্রতিরক্ষামূলক রক্ষণাবেক্ষণ

৩। কমপিউটারের কার্গাবলী নিয়ন্ত্রণ

১। স্বাভাবিক রক্ষণাবেক্ষণ :

(ক) ধূলিকণা পরিষ্কারকরণ : প্রতিদিনই কমপিউটারের ওপর প্রচুর ধুলোবালি জমে, এগুলো কমপিউটার ব্যবহারের শুরুতেই একটা নরম কাপড় দিয়ে মুছে নি। এছাড়া

অত্যন্তরূপে ধূলিকণা ও কমপিউটারের বিদ্যুৎ সরবরাহ নিয়ন্ত্রণকারী যন্ত্রের বাক্সে (transformer box) ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক পাখা অন্তর্মুখী বায়ু টানায় তা অনেক ধূলিকণা টানে নেয়। এনব ধূলিকণা প্রতি তিনমাসে একবার পরিষ্কার করুন। পরিষ্কারের জন্য জৈবিকীয় পদার্থ বিহীন কোন ব্রাশ বা ক্লিনার ব্যবহার করুন। পরিষ্কার করার সময়ে যেন চিপ বা বোর্ডের মাঝে হাতের স্পর্শ না লাগে সেদিকে সতর্ক থাকুন।

(খ) সংযোগ পুনঃ স্থাপন : প্রতিমাসে অন্ততঃ একবার কমপিউটারের বিভিন্ন সংযোগ গুলো পরীক্ষা করে নি। বিশেষ করে ধূলিকণা

পরিষ্কার করার পর অনেক সময় সংযোগ টিলা হয়ে যায় সেগুলো শক্ত করে লাগিয়ে দিন, ফের বিশেষে ধুলে পুনরায় বসিয়ে দিন।

(গ) শীতাতপ ও বায়ু নিয়ন্ত্রণ : কমপিউটার কক্ষে অতিরিক্ত বা অস্বাভাবিক তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ও ধূলিকণা প্রবেশের যাবতীয় পথ বন্ধ করে দিন। কমপিউটার কক্ষে কৈদুতিক পাখার ব্যবহার যত্নে-বাণি উড়তে সাহায্য করে ফলে এটি না থাকাই ভাল। সম্ভব হলে যেকোতে কাপেটি বিছিয়ে দিলে ভাল হয় এবং একটা শীতাতপ নিয়ন্ত্রক (air conditioner) ব্যবহার সর্বোত্তম। কমপিউটার কক্ষে জুতা পরে প্রবেশ থেকে বিরত থাকুন।

(ঘ) বৈদ্যুতিক ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ : বৈদ্যুতিক ভোল্টেজের উত্থান পতন থেকে কমপিউটারকে রক্ষা করতে বিদ্যুৎ সংযোগ পথে একটা ভোল্টেজ ট্র্যান্সিলাইজার ব্যবহার করুন এবং আপনার কমপিউটারকে অবশ্যই সঠিকভাবে ভূমির সাথে সংযুক্ত (earthing) করুন।

(ঙ) ড্রাইভ হেড পরিষ্কারকরণ : বিভিন্ন মুপি ডিস্ক ব্যবহারের কারণে ড্রাইভ হেড-এ অনেক সময় ধূলিকণা এবং ডিস্ক-এর ক্ষয়ীভূত অংশে (debris) লেগে থাকে। এরূপ ময়লাযুক্ত হেডে, ডিস্ক থেকে তথ্য পড়ার ক্ষেত্রে ত্রুটির (error) সম্ভাবনা বাড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে কোন ভাল হেড ক্লিনার দিয়ে ড্রাইভ হেডে পরিষ্কার করে নি। কোন ত্রুটি কখনও দেখা না গেলেও বছরে অন্ততঃ একবার সম্পূর্ণরূপে হেড পরিষ্কার করে নেয়া ভাল।

(চ) ডিস্কের ত্রুটি নির্ণয়করণ : ব্যবহার জনিত বা যান্ত্রিক কারণে অনেক সময় ডিস্কে বিভিন্ন রকমের ত্রুটি দেখা দেয়, যেমন- disk

আপনি কি কমপিউটারি জ্ঞান-এর সৌজন্য স্বত্তা পাতে চান? অতুল উত্তর অর্জনে পূর্ণ করে আবেদন করে পাঠান।

আমাকে কমপিউটারি জ্ঞান এর সৌজন্য স্বত্তা পাঠান।

১। নাম :

২। পদবী :

৩। ঠিকানা :

৪। আপনি কি কমপিউটারি ব্যবহারকারী হয়ে থাকলে তার মান, প্রস্তুতকারক, বিক্রেতা ও সার্ভিস সন্থক্রে আপনার মতামত পাঠকদের জানান।--

প্রাপ্তনাম এর সাথে অতিরিক্ত কাগজও সংযুক্ত করে পাঠান।

error, read error, file allocation error, cluster chain, bad sector ইত্যাদি। এরূপ তরুর বেশীর ভাগই বিভিন্ন ইউটিলিটি সফটওয়্যার দ্বারা চিহ্নিত ও পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। এই ছাত্তীয় সফটওয়্যার কে ডিস্ক ডায়াগনস্টিক সফটওয়্যার বলা হয়। নরটন ডিস্ক ডক্টর, পিসি টুলস, ইউটিলিটি ব্যাক ইত্যাদি এ ছাত্তীয় সফটওয়্যার। এ ছাড়া ডস -এর CHKDSK কমাণ্ড বা এর সাথে /f parameter ব্যবহার করেও এসব সমস্যা চিহ্নিত করা যায়। ইউটিলিটি সফটওয়্যার দিয়ে নিয়মিত ভাবে এরূপ সমস্যা চিহ্নিত ও পুনরুদ্ধার করুন। তিন মাসে অন্তত একবার এ কাজটি করুন।

(৬) ঘা নিয়মিত ভূমি ডিস্ক ব্যবহার : ভূমি ডিস্ক ব্যবহারে ও সরেকণে যত্নশীল হইন। ড্রাইভে ডিস্ক প্রবেশ করানোর সময়ে সতর্ক থাকুন, উল্টোভাবে ঘেদ প্রবেশ করানো না হয়। কোথাও অতিক্রিয়ে ঢালে ঘেদ করে নিয়ে পুনরায় ধীরে ধীরে প্রবেশ করান। ডিস্কের ফোলা ছায়াগাথ ঘেদ হাত বা আঙ্গুল না লাগে সৈনিকে সতর্ক থাকুন।

(৭) কভার ব্যবহার : কমপিউটার ব্যবহার শেষে প্রতিদিন এনিক মূল্যমুক্ত রাখতে একটি কভার দিয়ে ঢেকে রাখুন। কভার না থাকলে একটি পাতলা কাপড় দিয়ে কভার বানিয়ে দিয়ে ঢেকে রাখুন।

(৮) স্পেন জাতীয় কিছু ব্যবহার না করা : এরোসেল বা হেয়র স্পেন জাতীয় কোন কিছু কমপিউটার ককে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন। কেননা এসব স্পেন-তে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ কমপিউটারের সার্কিটের ক্ষতি করে।

(৯) চুয়ক স্পেন থেকে দূরে রাখা : চুয়ক ফের তৈরী করে এরূপ কোন যন্ত্রপাতি যেমন - রেডিও বা ক্যাসেট প্লেয়ারের স্পীকার বা সাউণ্ডবক্স, টেলিফোন স্টেট ইত্যাদি কমপিউটার এবং ডিস্ক থেকে যথাসম্ভব দূরে রাখুন।

২। প্রতিরক্ষামূলক রক্ষণাবেক্ষন (Preventive Maintenance) :

(ক) স্ৰোগ্রাম ও তথ্য নিরাপদ সঞ্চেপ (backup of program & data) : ব্যাক-আপ (backup) হচ্ছে তথ্য বা স্ৰোগ্রামকে একটি বিশেষ ব্যবস্থায় নিরাপদে কোন ভূমি ডিস্কে সরেকণ। এটি ডস সিয়েও করা যায় অথবা কোন ডস ইউটিলিটি (যেমন -নরটন ইউটিলিটি, পিসি টুলস, ইত্যাদি) দিয়েও করা যায়।

প্রথমে সমগ্র হার্ড ডিস্কে একটা ব্যাক-আপ করে কমপিউটার থেকে দূরে সংযে সরিয়ে রাখুন। পরে একটা নির্দিষ্ট সময়ান্তে বা প্রয়োজন মত বেলনমাত্র সেসব ফাইলের ব্যাক-আপ করুন যেগুলো পূর্বকর্তী ব্যাক-আপের পরে সরেকিত বা সংশোধিত হয়েছে। প্রতিটি ব্যাক-আপের লেগেই ভূমি ডিস্কে গায়ে লেবেলে ব্যাক-আপের তারিখ ও বিষয় (contents) লিখে রাখুন (যেমন - "সিয়েম ব্যাকআপ" বা "ডাটা ব্যাকআপ" ইত্যাদি)। সেইসাথে ব্যাকআপ ইউটিলিটি সফটওয়্যার -এর নাম এবং তারিখ (যেমন - এমগ্রস-ডস ভার্সি ৪.০১ বা পিসি টুলস ভার্সি ৫.১ ইত্যাদি) লিখে রাখুন। এমনিভাবে যেসব ডিস্ক থেকে তথ্য RESTORE করা হয় সেগুলোকেও ব্যবহারের তারিখ সহ আলাদাভাবে সরেকণ করুন।

(খ) ক্ষতিকর স্ৰোগ্রাম থেকে রক্ষারূপ (Viral Protection) : কমপিউটার ডাইরাস কমপিউটার ও তথ্যের কি রকম ক্ষতি করতে পারে তা পূর্বই আলোচিত হয়েছে। সুতরাং ভূমি ডিস্কে ব্যবহারের ক্ষেত্রে খুব সতর্ক ভাবে তা করুন। কখনও ডাইরাস আক্রান্ত কোন ডিস্ক থেকে কোন স্ৰোগ্রাম কমপিউটারকে দিয়ে পড়ানো না এবং হার্ডডিস্কে কপি করানো না। এ সব ডাইরাস সনাক্ত করা ও হেদে ফেলা বা বিতড়িত করার জন্যে বিজ্ঞ স্ৰোগ্রামারূপ বিভিন্ন স্ৰোগ্রাম লিখেছেন। এরূপ স্ৰোগ্রাম সঞ্চেপ করুন। এ স্ৰোগ্রামের তিনটি প্রধান ভূমিকা রয়েছে যথা - (১) ডাইরাস চিহ্নিত করা (scanning virus), (২) ডাইরাস বিতারিত করা (cleaning virus), ও (৩) পূর্ব থেকেই টিকা দিয়ে ডাইরাস থেকে আত্মরক্ষা (immunization)। এসব স্ৰোগ্রাম সঞ্চেপ করে প্রথমে আপনার সমস্ত সিয়েম সহ হার্ড ডিস্কে ডাইরাস প্রতিষেধক টিকা দিয়ে নিন। পরে প্রয়োজনে সবগুলো viral treatment file হার্ড ডিস্কে কপি করে নিন। AUTOEXEC.BAT ফাইলে IMMUNE কমাণ্ড ব্যবহার করে মেমোরীকে প্রতিরোধ (Immunic) করা যেতে পারে। এছাড়া অক্যা হার্ড ডিস্কে বা ডস ডিস্কে IMMUNE স্ৰোগ্রামটি কপি করা থাকতে হবে। এরূপ আপনার সিয়েমের সমস্ত ভূমি ডিস্কে স্ক্যান করে ডাইরাস পাওয়া গেলে তা বিতড়িত করুন এবং নতুন বা অপরিচিত কোন ডিস্ক ব্যবহারের পূর্ব সৈটিও স্ক্যান করে নিশ্চিত হয়ে নিন।

৩। কমপিউটারের কার্যবলী নিয়ন্ত্রণ (Performance Tuning) : হার্ড ডিস্কে রক্ষিত অপ্রয়োজনীয় ফাইল বা ফাইলসমূহ মুছে ফেলুন। স্ট ডাইরেক্টরী-তে

রক্ষিত ফাইলের সংখ্যা বেশী হয়ে গেলে ফাইলের ধরন ও কার্যকারিতা অনুসারে বিভিন্ন সাব-ডাইরেক্টরী তৈরী করে সেখানে রাখুন। কেননা একটা ডাইরেক্টরীতে ফাইল সংখ্যা অনেক হলে ফাইল খোঁজার সময় কমপিউটারের বেশ স্ৰামেটা হয় এবং কাজের গতি ধূম হয়ে যায়। প্রয়োজনে স্ট ডাইরেক্টরীতে একটি AUTO-EXEC.BAT ফাইল তৈরী করে সেখানে ব্যবহৃত সাব-ডাইরেক্টরীগুলো থেকে বহুল ব্যবহৃত/প্রয়োজনীয় গুলোের মধ্যে স্ৰাঙ্ক স্ৰাঙ্ক-ডাইরেক্টরী কমাণ্ড প্রয়োগের লক্ষ্যে একটি PATH কমাণ্ডে সমস্ত Path যোগ্য করে রাখা যেতে পারে। এতে করে যে কোন সাব-ডাইরেক্টরীতে হেদে যে কোন ডস কমাণ্ড বা সাব-ডাইরেক্টরীতে রক্ষিত সিয়েম কমাণ্ড প্রয়োগ করা যাবে, এক্ষেত্রে অক্যা বিভিন্ন সিয়েমগুলো সঠিকভাবে install করা থাকতে হবে। সব শেষে হার্ড ডিস্কেটি COMPRESS করে নিন।

(COMPRES হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যা ডিস্কে এলোপাতাড়িতাবে সরেকিত তথ্য সমূহের মধ্য থেকে প্রতিটি ফাইলের ছড়িয়ে থাকা তথ্যকে এক জায়গায় এনে সাজিয়ে দেয়)।

উপসংহেদ : কার্যকারিতার দিক থেকে ছাত্তিল সময়সার সমাধানকারী কমপিউটারের আসলে তথ্য পাওয়ার কিছু নেই। কেননা ব্যবহারকারীর নির্দেশই এই কার্যক্ষে নিয়ন্ত্রিত হয়। তবে একজন ব্যবহারকারীকে অবশ্যই এই ব্যবহারজনিত নিয়মাবলী ভালভাবে জেনে তবে ব্যবহার করা উচিত। কোন ক্ষি নিয়ে কার্যকারিতা এবং দীর্ঘায়ু নির্ভর করে তার সঠিক ব্যবহার এবং যত্নের গণর। সুতরাং আলোচিত বিষয় সেনিক থেকে আপনার কমপিউটারের যত্ন নিতে এবং দীর্ঘ দিন তা নির্ভরজট ভাবে ব্যবহারে আপনাকে সাহায্য করবে বলে আশার বিশ্ণাস। ■



নির্মল চক্র চৌধুরী
বি.এস-সি (যেমন), এম.এস-সি
অধ্যক, কমপিউটারলাইন (প্রশিক্ষন শাখা)